Aslaf Academy

লেকচার ১১ : নির্যাতনের মুখে সাহাবাদেরকে হাবশায় হিযরতের নির্দেশ।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ১১ : নির্যাতনের মুখে সাহাবাদেরকে হাবশায় হিযরতের নির্দেশ।

আবিসিনিয়ায় হিজরত -

কুরাইশদের অন্যায়-অত্যাচারের বিভীষিকা নবুওতের চতুর্থ বছরের শেষের দিক থেকে যখন চরমে পৌঁছে, তখন মুসলমানদের জন্য মক্কায় থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। পঞ্চম বছরের মধ্যভাগে এ বিভীষিকার কবল থেকে মুক্তির জন্য মুসলমানরা দেশত্যাগের কথা ভাবতে থাকে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরা যুমার। এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'[1]

ফলে তখন তারা চূড়ান্তভাবে দেশান্তরের কথা ভাবতে শুরু করলেন। নবীজী আগে থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশির উদারতা এবং ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মুসলিমগণ সেখানে গেলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এসব বিচার-বিবেচনা করে আবিসিনিয়ায় হিজরতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন।[2]

নবীজীর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। এ হিজরত ছিলো খুবই কঠিন। এর আগেও মুসলিমগণ একবার হিজরতের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা অসতর্ক ছিলেন বলে সে সময় তাঁদের সে যাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। এবার তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো, এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোনো মূল্যে এ হিজরত তারা করতে চায়। উপরন্তু নিরীহ মুসলিমদের প্রতি ছিলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। ফলে কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহি সালামতে গিয়ে পৌঁছেন হাবশার

---

[1] সুরা যুমার, আয়াত:১০

[2] যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃ: ৯৫/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১২০

সম্রাটের দরবারে। সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন।[3]

হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশ-ষড়যন্ত্র -

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রবিআকে সম্রাট নাজ্জাশি এবং পাদ্রীদের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ হাবশায় প্রেরণ করা হয়।

উপঢৌকনের সুবাদে পাদ্রীরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশা হতে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশিকে তাঁরা পরামর্শ দেবেন। পাদ্রীদের থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ-দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন;

‘হে মহামান্য সম্রাট, আমাদের দেশের কিছু খারাপ লোকজন আমাদের দেশ থেকে পালিয়ে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেনি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছে। এরচেয়ে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন! আমাদের গোত্র প্রধান এবং এদের বাবা-মায়েরা তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দুজনকে দূত হিসেবে আপনার দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওদের ফেরত

[3] যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃ: ৯৫/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১২০

পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পাদ্রীরা বললো, 'মহামান্য সম্রাট, এরা উভয়েই খুব যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এদের হাতে ওই দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভালো যে, তারা তাদের স্বদেশে ফেরত যাক।'

নাজ্জাশির দরবারে ব্যর্থ হয় কুরাইশ-ষড়যন্ত্র -

কুরাইশ দূত এবং অর্থলোভী পাদ্রীদের কথা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশি গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না নিয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহ্বান জানালেন।

নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা দরবারে আসলে সম্রাট নাজ্জাশি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষগণের ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছো এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছো, সে ধর্মটি কোন ধর্ম?'

উত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র জাফর বিন আবু তালিব অকপটে বললেন, 'হে সম্রাট, আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস খেতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক নষ্ট করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম; এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন

যাপন করে আসছিলাম, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন; তাঁর বংশ-মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযম, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করবো না। বংশপরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তরমূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি, সেসব বর্জন করবো। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। এবং নামায, রোযা ও যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

সম্রাট নাজ্জাশি বললেন, 'সেই পয়গম্বর যা এনেছেন, তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি?' হযরত জাফর বললেন, 'জি, আছে। নাজ্জাশি বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।' জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। নাজ্জাশি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে গেলো। জাফরের তেলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশির পাদ্রীরাও কেঁদে কেঁদে বলছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম, যা ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলো, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশি আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রবিআকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছো, তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট-কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'[4]

[4] যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃ: ৯৫/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১২৩-১২৫/সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৪১

শিক্ষণীয় বিষয় -

১. প্রত্যেক দাঈ বা সংস্কারকের দায়িত্ব হলো- তার অনুগতরা যদি বিপদে পড়ে এবং তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে যে কোনভাবেই তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চিন্তা করা। সাহাবাদের হিজরতের আদেশ দিয়ে নবিজি তাই করেছেন। আমরাও যেন এই আদর্শ গ্রহণ করি। এমন যেন না হয়, নিজে বেঁচে থেকে অনুসারীদের বিপদে ফেলে দিব!

২. প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো- নিজ ধর্মবিশ্বাসের উপর অটল থাকার পাশাপাশি নিজ আদর্শের মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে সবসময় হৃদয়ে ধারণ করা।

৩. আপত্তি: নবিজি কেন কাফেরদের দেশ থেকে আরেক কাফেরের দেশে হিজরত করতে বললেন? এই হিজরত অমূলক ছিল!

উত্তর: তখনকার পরিবেশে নাস্তিক কিংবা আল্লাহকে অস্বীকার কারীদের চেয়ে আল্লাহ, রাসুল ও আখিরাতে বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের সাহায্য নেওয়া অধিক নিরাপদ। কারণ, ধর্ম ভিন্ন হলেও উভয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই। নবিজি উচিত কাজটিই করেছিলেন। এখানে দ্বিমতের কোন সুযোগ নেই।